সুধাকণা

শ্রীঅনিলকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক—
শ্রীমোহিত কুমার চট্টোপাধ্যায়
কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত
কটনপ্রেস
৩৭-৭ বেনিয়াটোলা লেন,
কলিকাতা

নিবেদন।

আমি কবি কিম্বা শিল্পী নই—সুতরাং কবিতা এবং গান হিসাবে এ লেখাগুলির মধ্যে ভুল ত্রুটী থাকিবারই কথা। বিশেষতঃ এর সুরগুলি আমার দেওয়া নয়। তবুও শিল্পীর কণ্ঠে এ গানগুলি অনেক সময় নিজের কাছে মধুর লাগিয়াছে। তাই মনে হয় যে সুরসংযোগে এ লেখাগুলি হয়ত চিত্তাকর্ষক হইবে। সেই আশাতেই এগুলি প্রকাশিত হইল। সাধারণের কাছে ইহা ভাল লাগিলেই ধন্য হইব।

কৃষ্ণনগর
২০শে আশ্বিন,
১৩৩৯

শ্রীললিত কুমার চট্টোপাধ্যায়

তাহাকে—

যাহাকে লক্ষ্য করিয়া অলক্ষ্য এই চিন্তার ধারা।

সূচী পত্র।

সুধাকণা



সুধাকণা।

স্থর—খাম্বাজ।

আমি গাহিয়া তোমার গান
তোমারই পূজা করি।
যদি ঝঙ্কারে মনে তান,
সে যে তোমারই মুখ স্মরি॥

আমি জানিনা গাঁথিতে কথা,
শুধু অন্তর ব্যাকুলতা
না পড়িতে ঝরি করিয়া চয়ন,
সঁপি গো সাজিটী ভরি'॥

এতে জানি নাহি সৌরভ,
কোন বরণ বিভব।
তবু তোমার কাছে ইহার আদর
হবে যে মনেতে ধরি॥

এই অকিঞ্চনের দান,—
কোথা বল গো ইহার স্থান?
যত নয়নের জল হোক সুধাকণা
তোমার চরণ বরি॥

সাড়া।

স্থর—মিশ্র পলশ্রী।

সে কি তোমার চরণ-ধ্বনি !
(আমার) বিজন প্রাণের নীরব কূলে
নিশীথে উঠে রণি ॥

মগন থাকি আপন কাযে,
কখন আস, কখন না যে,
তোমার সাড়া প্রাণের মাঝে
কিছুতে নাহি গণি ॥

চলিয়া তুমি গেলে পরে,
ব্যথায় মোরে পাগল করে,
কেন নাহি দিলাম ওরে
পাতি হৃদয় খানি ॥

'এমন করে' না হারা'লে,
চোখের জলে না খুঁজিলে,
সরে' বুঝি যায়না আড়াল
ওগো নয়ন-মণি !

জীবন পথে।

স্থর—বেহারি দাদ্‌রা।

।বন পথে,
আলোক্ রথে,
কবে হেসে চলেছিলে মালাটী হাতে।
আঁখি-নিমেষে,
মেঘেতে মিশে,
কোথা যে হারায়ে গেলে গভীর রাতে॥

ধরার প্রাণে,
দূর বিমানে,
আর না পড়িলে ধরা নয়ন-পাতে।
শুধু স্বপনে,
পড়ে গো মনে,
নিরাশ পথ চাওয়া নিশি প্রভাতে॥

আজি বাহিরে,
টানে আমারে,
তারার ঝলকে ভরা ছায়ার পথে।
সন্ধ্যা-উষার
আলো-আঁধার
বাজায় ব্যথার বাঁশী তোমার সাথে॥

সিন্ধু গৰ্জ্জন।

সুর- ভীমপলশ্রী।

দূর হ'তে আজ কি গান ওরে
শুনিস আমার মন!
কারে তুই পেয়ে কাছে ছুটিস্ পিছে
করতে আলিঙ্গন॥

দেখিস না ক বারেক চেয়ে
উঠ্ছে কি গান গগন ছেয়ে,
কোন্ সাগরের পার হ'তে
আসে নুপুর-নিক্কন।

ছাপিয়ে উঠি' জীবন-গীতি
লক্ষ বুকের করুণ স্তুতি,
মরণের ওই নীল জলধি
গৰ্জ্জে ক্ষণে ক্ষণ॥
তা'কি বুঝিস না রে মন!

সাথী।

সুর—ভৈরবী।

ওগো মরম-দরদি !
কাটবে কি আর অন্তরে মোর
আঁধার দুঃখ-রাতি !

একলা বাহি জীবন-ভেলা,
শেষ যে কবে হবে খেলা,
কবে আবার পাব তোমায়—
চির-আপন সাথী ॥

বারেক তোমায় দেখ্‌ব বলে'
হৃদয় আমার আশায় দোলে,
বিজন পারের এ অকূলে
কেমনে মন বাঁধি ॥

স্মৃতি।

সুর—বেহাগ।

তোমার ওই রূপের অনল
প্রাণে কেন ছড়িয়ে গেলে !
যদি না পরশ দানে
করবে শীতল জেনেছিলে ॥

ফুলের বাসে শ্বাসটী তোমার
বহিয়া যায় বক্ষে আমার ;
কুহু-রবে কণ্ঠ তোমার
হৃদয়-কুঞ্জ ছেয়ে ফেলে।

লয়ে তোমার দৃষ্টি-ধারা
সন্ধ্যা-তারা নিমেষ-হারা,
ডাকে আমায় বিশ্বসারা
তোমার স্মৃতির অন্তরালে ॥

পূজা।

সুর—আশাবরী।

একি অকরুণ করুণা তোমার প্রিয়!
যদি বেদনার দানে জাগ তুমি প্রাণে
দিও তবে ব্যথা দিও!

তোমারি বিরহে রচিব হৃদয়ে
অশ্রু-কুসুম-ডালি
তোমারই জ্বালা অনলে লইব
মরমের দীপ জ্বালি।
তুমি এমনি করেই মন্দিরে মম
পূজাটী আমার নিও॥

জীবন সন্ধ্যা গগনে আজিও
বাসনা রক্ত রাগ,
আছে যা লাগিয়া তোমার স্নিগ্ধ
আলোকে মিলায়ে যাক্
মম উছল বাসনা চরণে দলিয়া
অন্তরে তুমি আসিও॥

চিত চোরা।

সুর—মিশ্র ভৈরবী।

(গজল দাদরা)

যদি না দেবে দেখা, কেন সখা
এ লুকোচুরি!
কত যে চেনা সুরে হৃদি পুরে,
শুনি বাঁশরী !!

শূন্য জীবন-বীথি মাঝে স্মৃতি
উঠে শিহরি।
উসর বেলা পরে দূর পারে
উথলে বারি॥

জাগিয়া অনুক্ষণ কাটে দিন
সব বিসরি।
যদি বা দেও সাড়া, চিত চোরা,
যেওনা সরি'॥

কত যে ব্যাকুলতা লয়ে ব্যথা
খুঁজিয়া মরি।
নিশীথে বাঁশী দূরে, আঁখি-নীরে
তুলে লহরী॥

একা।

স্বর—বেহাগ খাম্বাজ।

কেন পাও ব্যথা শুধু ভাবি তারে,
জীবন ধরি না পাবে যারে !
বেলাটী যায় বসিয়া একা,
আঁধার ঢাকিছে দূর বনরেখা,
কি হবে চাহিয়া পরপারে !
জীবন ধরি না পাবে তারে ॥
ভাসায়ে যদি জীবন-তরী
পথ-মাঝে সে গো গেল পাশরি।
কি ভয় অকূল পারাবারে,
রাখিও অটল আপনারে।
কেন পাও ব্যথা শুধু ভাবি তারে ॥

সমর্পণ

সুর—ভৈরবী ।

ওগো আমার প্রাণের দেবতা !
সফল কর জীবনে মোর যত দীনতা ॥
বাঁধন-হারা চিত্ত বিকল,
আঁধারে তার ঝরে যে দল,
রাখ সেথা চরণ-তল
মুছি' গো ব্যথা ॥

তোমার মাঝে নীরব চিতে
আপনারে সঁপে দিতে
ডুবে প্রাণ কি সুখস্রোতে
ভুলি গো কথা ॥

নয়ন-তারা।

সুর—পাহাড়ী।

ও দুটী ও কাল চোখে
কি আলো জ্বলে!
তরল বিদ্যুতে কে
অঞ্জন পরালে॥
ছল-ছল চাওনিতে
কি যে উছলে!
নিমেষেতে হৃদিতল
প্রকাশে দুলে' !!
কাল কাল তারাদুটী
কি সুধা ঢালে!
হাসিতে উজ্জ্বল এই—
ভরে সে জলে !!
টানা ভুরু পরে রাঙা
টীপ্‌টী ভালে!
সাঁঝের তারাটী যেন
নয়ন মেলে !!
পলকে আলোক ঝরে
হীরক ফলে!
চমকে কেবলি রহি
আঁচল তলে !!

আহ্বান।

স্বর—ইমন।

কত আপনার করিয়া তোমারে
চাহে যে আমার প্রাণ !
দূরে থাকি তুমি এ প্রাণের তারে
আঘাত করিছ দান ॥
অন্তর ভরি ঝঙ্কার উঠি
তোমারে করে আহ্বান।
যাও তুমি সরে' কোন্ দূর পারে
আঁধারিয়া দুনয়ান ॥
না লভিয়া তব করুণা-পরশ
এ জীবন মরু ম্লান।
এস প্রিয়, এস মরম বীণায়
তুলিয়া গভীর তান ॥

আঁধারে।

স্থর—সিন্ধু-ভৈরবী (গজল)

তোমারি পথে চলিয়া যেতে
যদি বা আসে আঁধার ঘন,
দীপটী জ্বালি ধরিও তুলি
দেখায়ে পথ হাতে আপন ॥

ধ্রুব-তারাটী গিয়াছে ঢাকি
নাহি উদিতে প্রভাতে কোন,
কেমনে নাথ হেরিব পথ,
সমুখে শূন্য ঘোর বিজন ॥

নিবিড় ব্যথা লইয়া কোথা
চলিব বল চাহি পিছন।
বেলাটী শেষে আকুল শ্বাসে
স্মরি তোমারে পুরিয়া প্রাণ ॥

নীরব সাঁঝে, তিমির মাঝে,
একলা পান্থ ডাকে করুণ—
জ্বাল গো জ্বাল একটী আলো
পথেতে তার স্নেহ-নয়ন ॥

মুগ্ধ*

সুর—পিলু

গানটী তোমার শুনে
আমি হারাই আপন মনে।
কেমন তুমি কর যে গান
করুণ মধুর তানে!

সুরটী তোমার রূপটী ধরে'
দাঁড়ায় মনের দ্বারে।
আমার বলে' যা কিছু মোর
লয় গো তারে হরে'।
শুধু হিয়ার মাঝে সুদূর স্বপন
বাজে ক্ষণে ক্ষণে॥

চোখের জলে যায়রে ধুয়ে
ধূলি-মলিনতা
জীবনে মোর দেয়রে আনি
কত সার্থকতা!
আমি নিতুই আবার পড়ি বাঁধা
নূতন বাঁধনে॥

* এইটী এবং ইহার পরবর্ত্তী গানটী শ্রীমতী ছায়ার গান শুনিয়া লিখিত

গানের দান।

সুর—মিশ্র খাম্বাজ।

ও তার নিত্য করুণ গান
কত দুলায় আমার প্রাণ !
জানিনা তার গানে আছে
কি যে দরদ টান !!

এমনি করে ভুলায় সে যে সকল ভুবন
(ও তার) গানের পথে আসে নেমে কি যে গুঞ্জরণ,
তার পরশে প্রাণ ভাসিয়া যায় সুদূর বিমান ॥

ব্যথায় যখন কাঁদে হৃদয় দুঃখে ভরি ডালা,
পাইনে সাড়া কারো কাছে, ছায়ায় ঘেরে বেলা,
(ও তার) কণ্ঠে বাজে আশার বাণী মুছি দুনয়ান ॥

তার সুরের মেঘতলে মনময়ূর নাচে,
ক্লান্ত চিত-চাতক কত নীর যাচে,
(ও তার) বীণার তানে আপনি ঝরে স্নেহের প্রতিদান ॥

প্রতীক্ষা।

সুর—ঝিঁঝিট-খাম্বাজ

তোমারে দেখ্‌ব বলে' নয়ন মেলে চেয়ে থাকি!
পলকে যাও পালিয়ে' আমায় কেন দিয়ে ফাঁকি॥
কাটে দিন কত আশায়,
কত ফুল ফুটে হিয়ায়,
সবই যে ভূমে লুটায়,
বারেক তোমায় নাহি দেখি॥

তোমারে ভাবতে যদি
মরুতে ছুট্‌ল নদী,
শুখায়েতা ও যাবে কি
মরমের শ্বাস লাগি॥

হৃদয়াসনে।

স্থর– বেহাগ-খাম্বাজ

আমি জানিনা কখন্ তোমার আসন
পেতেছি মনে।
চেয়ে দেখি তুমি বিরাজিছ সেথা
স্মিত আননে॥

মরমের যত মধুর কামনা,
নিভৃতে তোমারে করে বন্দনা
আপন জ্ঞানে।

নিশীথ রাতের নিবিড় ব্যথায়
অশ্রু-মুকুতা গাঁথিয়া পরায়
রাঙা চরণে॥

(তুমি) বুকের ভিতর আছ, তবু কেন
বাহিরে তোমায় খুঁজে এ নয়ন
রাত্রি-দিনে?

অন্তরের তুমি প্রিয় সম্পদ্,
তোমারে না হেরি অহরহ চিত
দহে আগুনে॥

নির্ম্মম।

স্থর আশাবরী।

তুমি এতই কি নিঠুর !
দেখ্‌বে না ক চেয়ে, নাথ হৃদয় বিধুর ॥

কত যে তোমার তরে
শূন্য হিয়ায় কান্না ঝরে,
এত নিকট হয়েও তুমি
কেন এত দূর ॥

মিলন-আবেশ মাখি
বিরহে বিলীন থাকি ;
শুধু তব মুখ চাহি'
জাগে ব্যথার সুর ॥

আর কি জীবনে পুনঃ
ব্যর্থ-বেদনা-গান
শেষে হবে উন্মেষ
আশার অঙ্কুর ॥

তোমারই দেওয়া ব্যথা,
নীরবে এ মালা গাঁথা,
তোমারি চরণে লহ
করিয়া নূপুর ॥

মানস-সুন্দরী।

সুর—মালকোষ।

ওগো মানস-সুন্দরি !
পূজিতে ও রূপ জ্বালিয়াছি ধূপ,
মরমে দিবস-শর্ব্বরী ॥

তব বিলোল-যৌবন-ভাতি
ম্লান করিল চম্পক-জ্যোতি,
তব সলাজ মধুর দিঠি
অন্তর সদা লয় বরি' ॥

তব উজ্জ্বল নয়ন কাল,
খঞ্জন-আঁখি করে চঞ্চল,
তব সুঠাম স্নিগ্ধ গঠন
রাজে মন্দির আলো করি ॥

তব অতল হৃদয়-প্রেম
বিকাশে শুষ্ক মরুতে কুসুম,
কত না গন্ধে-বরণ-ছন্দে
বিশ্ব-হৃদয় দেয় ভরি !

লক্ষ্য।

সুর—সাহানা

তোমারে করিয়া লক্ষ্য
আজি ছুটিয়াছে মোর প্রাণ।
তবু পাতি দিয়া এই বক্ষ
কই নিতে পারি তব দান?
আজিও যে, প্রভু, ত্যাগের বেদনা
মরমের মাঝে করে আনাগোনা,
অতীতের তরে শতব্যথা ঝরে
অন্তর করি ম্লান॥
ছিন্ন করিয়া সকল বাঁধন
হাসিমুখে কই করিতে বরণ
পারি, প্রভু, পথ-কণ্টক যত
ভুলি বেদনার গান॥
কি করিয়া বল পাইব তোমারে?
সব ব্যথা দূব করি অন্তরে,
কবে তুমি সেথা আসি দেবে দেখা
ও গো চির-মহীয়ান॥

রাধার মরম।

সুর—গজল

বাজিয়ে বাঁশী কে ওই আসি ডাকে গো আমায়।
হৃদয়-বারি উথলে তারি সুর অমিয়ায়॥
কুসুমপুঞ্জ জীবনকুঞ্জ মুঞ্জরিয়া দেয়।
গন্ধে, বরণে শিহর আনে হিয়ায় হিয়ায়॥
কি সুধাতান আকুলি প্রাণ কোথা যে লুকায়।
বন-আড়ালে কোয়েলা-বোলে সে সুর মিলায়॥
আপন-হারা আবেগ-ধারা ছুটে তার পায়।
কোথা দোসর নয়ন-লোর যমুনা বহায়॥
না দিয়া দেখা, বাঁশীতে বাঁকা ডাকে কেন, আয়।
কোথা গো শ্যাম! রাধামরম শুধু তোমায় চায়॥

শান্তি।

সুর—বেহাগ।

তুমি কত যে আমারে
ডাক বারে বারে,
আমি কই পারি ছিঁড়িবারে ডোর।

আমি কেবলি অকূলে
ভাসি তোমা ভুলে,
তবু নাহি কাটে এ ভুলের ঘোর॥

কবে বল টুটি' সকল স্বপন,
তব স্নেহতলে হব নিমগন,
থাকিবে না আর পথের বন্ধন,
আকুল নয়ন-লোর॥

এস, প্রিয় এস, লও হাতে ধরে,
শান্ত করে দেও এতদিন পরে
যে তরঙ্গ হায় চির কলস্বরে
উঠে অন্তরে মোর॥

রিক্ত হিয়া।

সুর—বাউল।

তুমি কি তাকিয়ে আছ
আকাশের তারার মাঝে !
তোমারই কণ্ঠ যেন গাহে গান
বিহগ সাথে সকাল সাঁঝে ॥
নিয়ে শুধু মাটি ধূলি
কি যে আপন খেলা খেলি ;
ব্যথার-ব্যথী গিয়া ভুলি
তোমার পানে চাহিনা যে ॥
থাকি থাকি অবসাদে,
প্রাণের মাঝে কি যে বাধে ;
জীবন বোঝা লয়ে কাঁধে
দিনটা যখন কাটে কাযে ॥
আঁধার যখন ঘনায় বনে,
কেউ থাকে না সঙ্গোপনে
তোমার কথা আসি মনে,
রিক্ত হিয়ার ব্যথা বাজে ॥

আকিঞ্চন।

সুর—ইমন।

কত দিন পরে পাইব তোমারে
বল গো জীবন-নাথ।
হৃদয় হইতে যাইবে সরিয়া
দুঃখের আঁধার-রাত॥
শুধু আশা নয় দরশ তোমার
আনিবে সুপ্রভাত।
জীবনের পরে হইবে নূতন
অরুণ কিরণ পাত॥
মরমের কোণে উঠিবে ফুটিয়া
কুসুম শিশির-স্নাত।
ওই মুখ চাহি আনন্দে তাহারা
ঝরিবে আমার সাথ॥
তোমারে ছাড়িয়া আছি আজীবন
ভুলিব রে সে আঘাত।
যে দিন আমারে ধরিবে তুলিয়া
তোমার স্নেহের হাত॥

পথিক।

সুর কীর্ত্তন।

হেথা একি বন্ধুর পথ !
হেথা নাহি ছায়া-বীথি, কুসুম-বিস্তৃতি,
না চলে অরুণ-রথ !!
হেথা ডাকে না বিহগ, আনেনা পুলক,
জোছনা-বিহ্বল নিশি ;
হেথা পল্লী-বধূর কাঁকন মধুর
মুখর করে না দিশি।
হেথা ঝড়ের কাল মেঘের কোলেতে
বরষে অশনি শত ॥
হেথা কণ্টক-বনে রক্ত চরণে
আঁধারে একাকী ফিরি ;
হেথা সিন্ধু-কিনারে বসি অন্তরে
তৃষ্ণা পুষিয়া মরি।
হেথা পথের মত্ত-ধূলিতে কেবলি
দৃষ্টি হয়রে হত ॥

পরপারে।

সুর—মিশ্র ভীমপলশ্রী-দেশ।

জীবনের পরপার হতে তুমি
নীরবে বাজাও বীণা।
আমি প্রাণের নিতলে পাতিয়া কান গো
শুনি তার মূর্চ্ছনা॥
লক্ষ তারার দীপ্ত নয়ন,
পার হয়ে কোন সুদূর ভুবন,
স্বপন আমার ফিরে যে শূন্যে
অসীমে ব্যর্থ বিমনা॥
গগনের ঐ নিবিড় আঁধারে,
মরণের ব্যথা বিশ্ববুক জুড়ে,
জানায় আজিকে কি করুণ সুরে
চিরবিস্মৃতি-বেদনা॥

অঞ্জলি।

সুর—দেশ।

আমি সকল মনের কামনা লইয়া
কত যে তোমারে ডাকি!
তুমি অন্তরযামী হয়ে অন্তর-
বেদনা বুঝিবে না কি?
কি বা স্বপ্ন জাগরণে—
তোমার আসন আমার প্রাণে,
আজীবন ধরি নয়ন-বারিতে
ধৌত করিয়া রাখি॥
এস মূর্ত্তি পরকাশি,
আমায় ধন্য করহে আসি,
মরণ আমার জীবন আজিও
লইতে রেখেছে বাকি॥
তোমার রূপের পারাবারে,
আমার নয়ন ডুবিয়া মরে,
ছিন্ন আশার কুড়ান দলে
চরণ দিইরে ঢাকি॥

চক্রবাক্ ।

সুর - বাগেশ্রী

জীবন নদীর এ পারেতে বসি
যাপিয়া দুঃখের নিশি
কবে পরপারে দেখিব আবার
তোমার উজল হাসি !!
আঁধারের ব্যবধানে
কাঁদি তৃষাকুল প্রাণে ;
অন্তহীন কোন দূর উপকূল
হ'তে ভেসে আসে বাঁশী ॥
পিছে ফেলি সুখ-দুঃখ
মুখ স্মরি কাঁপে বুক ;
প্রভাতে কখন্ উঠিবে নয়ন
তব রূপে উদ্ভাসি ॥
তব পারে শত টানে
অসীম আকুল গানে
মরণের দিকে ধায়রে জীবন
সব বন্ধন নাশি ॥

রূপ-মধুর*

সুর—কীর্ত্তন

ওগো মধুর-দর্শন!
অন্তর মোর করিল মধুর তোমার মধুর চাওন ॥
মধুর তোমার স্ফুরিত অধর, মধুর তোমার আনন,
মধুর তোমার কণ্ঠস্বর, মধুর তোমার ভাষণ ॥
মধুর তোমার হাসি মনোহর, মধুর তোমার ভূষণ,
মধুর তোমার সুকোমল কর, মধুর তোমার চরণ ॥
মধুর তোমার পদ বিক্ষেপ, মধুর তোমার চলন,
মধুর তোমার তনুগ্রীবা রূপ, মধুর তোমার বরণ ॥
মধুর তোমার চারু কাল-কেশ, মধুর তোমার নয়ন,
মধুর তোমার পীতনীলবেশ, মধুর তোমার বসন ॥
মধুর তোমার বিলীন সুপ্তি, মধুর তোমার শয়ন,
মধুর তোমার প্রেমাকুলগীতি, মধুর তোমার ছলন ॥
মধুর তোমার করুণ হৃদয়, মধুর তোমার স্বপন,
মধুর তোমার পরশ অজেয়, মধুর তোমার মিলন ॥
মধুর তোমার নিত্য নূতন করিয়া পরাণ-হরণ,
মধুর তুমি গো আমার আপন, মধুর তোমার শরণ ॥

* "মধুরাষ্টকম" স্তোত্রাবলম্বনে লিখিত।

বিকাশ।

স্থর ঝিঁঝিট-খাম্বাজ

আমার নয়নে করহে বাস।
আমি অপলক আঁখি লইয়া নিরখি
ওরূপ-আভাস !!
মরমে আঘাত করে কত দুঃখ,
কেননা দিলে গো নয়ন-শতক,
তবে ত তাহাতে উছলি উঠিত
তোমার দীপ্ত হাস !!
উজ্জ্বল করি দুনয়ন মোর,
খোল ও রূপের স্বর্ণ দুয়ার,
হৃদয়ের ব্যথা হোক প্রতিভাত
নয়নে পুরায়ে আশ ॥
এস তুমি লয়ে মধুরতা নব,
আঁখি-পল্লবে ওরূপ বিভব
তুলো বিকশিয়া যেমনে করগো
কুসুমে তব বিকাশ ॥

পান্থ।

সুর—পূরবী

দিগন্তে বরণ ঢালি
তপন ডুবিল তীরে।
দূর হতে কে গো পথে
ডাকে খেয়া আন ফিরে॥
রক্ত আলোক রেখা
ঝলকি বিহগ পাখা
মিশে গেল দূর পারে,
বলাকা ফিরিল নীড়ে॥
সাঁঝের অলক-জাল
ছড়ায়ে পড়িল কাল,
পথশ্রান্ত একা পান্থ,
সমুখে আঁধার ঘিরে॥

মালা ।

সুর—ভৈরবী

আজ তোমার গলে পরাই, প্রিয়,
নাই যে এমন মালা ।
এ যে রক্ত জবার দলে গাঁথা
রিক্ত হিয়ার জ্বালা ॥
সিক্ত যে ফুল শিশির-জলে,
বসি উষর মরুর তলে,
কোথায় পাব তাহার দলে
সাজাতে মোর ডালা ॥
শুভ্র কোমল যূঁই বকুলে
নাই যদি এ মালা তুলে—
তবু এতে চরণ-মূলে
আছে পরাণ ঢালা ॥

মরম ব্যথা।

স্থর—মিশ্র।

আমার মরম জানিতে চায়
ব্যথা যত তার ব্যথী যে ব্যথার
বাজে কিনা বাজে তায়॥
গানের পরে আপনি ভেসে
আকাশে সুর লাগে।
ব্যথার ধ্বনি কই আপনি
আরেক প্রাণে জাগে?
সে যে নীরব মুখে আপন বুকে
আপনি মিলায়॥
গুঢ় ব্যথার ঊর্ম্মি যত,
কেন না তার প্রতিঘাত
স্পর্শে অপরেরে?
ভাষার মাঝে ব্যক্ত করা
যায় কি বেদনারে?
সে যে কথায় তার সকল ভার
জানাতে না পায়!

বঞ্চনা।

সুর—বাউল।

কৈ তোমারে তেমন করে
চাহে আমার মন?
তাই কি মোরে অন্ধকারে
রাখলে আজীবন!
সত্যি যদি তোমারে চাই,
কেন না ও পায়ে বিকাই,
অন্ধ হ'য়ে না ফিরায়ে
কিছুতে নয়ন?
মিছে ভয়ে অন্তরে যে
মরি মিছে লোক লাজে,
আপনারে বঞ্চি সে যে
হারাই নিজ ধন॥

মরুছায়া।

সুর—ভৈরবী।

ওগো আমার অন্তর-ধন
  বন-মরুর ছায়া !
জীবন ভরে' দেও গো মোরে,
দেও গো তোমার দয়া !!
জুড়াবার আর স্থান কি আছে ?
তাইতে ছুটি তোমার কাছে
আছে যা, তা সকলি গো
          মরীচিকা মায়া ॥
আপন বলে' যাদের নিয়ে
পূর্ণ করে ছিলাম হিয়ে,
শূন্য করে কোথা তারা
          লুকাইল কায়া !
তোমায় দিয়ে তাইত আজি,
পূর্ণ করি পূজার সাজি ;
তোমার করুণ নয়ন-পানে
          রহি গো চাহিয়া ॥

আহুতি।

সুর—পিলু বারোঁয়া।

দ্বারে এল অতিথি
জীবন ভরা স্বপন যে তোর
ধরে' মুরতি !!

এখনও কি অশ্রু ফেলে,
অন্ধ হয়ে রইবি ভুলে ?
হৃদয়-শতদল খুলে
দিবি না পাতি !

বিজন দেউলে দীপ
জ্বালি, লয়ে গন্ধ-ধূপ
মুগ্ধ নয়নে তারে
কর আরতি !

একে একে হৃদি-দলে
দেও ছিঁড়ি পদ-তলে
তার পরে আপনারে
পূর্ণ আহুতি ॥

তৃষিত।

সুর—কল্যাণ।

তোমার ইচ্ছায় আমার মাথা
নত করিবারে
শিখাও তুমি আমারে।
নিরাশ কামনা তাপে যেন নাহি
জ্বলে প্রাণ বারে বারে॥
যতটুকূ তুমি করুণা করিয়া
দিয়াছ দিতেছ করেতে তুলিয়া,
করি যেন নাহি আরও গো চাহিয়া
কলুষিত আপনারে॥
যদিও এ প্রাণ তোমারে ভুলিয়া
দূরে সরে যায় তৃষিত ছুটিয়া,
সে যে শুধু আরো নিকট করিয়া
তোমাকেই পাইবারে॥

যাচনা।

স্থর—মিশ্র ইমন।

আমার এ ব্যথা-ভরা মন
তোমায় চাহে অনুক্ষণ।
কোথা আর স্থান এর
এমন আপন ?
যে কাঁটা বিঁধে যেখানে
ঢাকা নাহি ও নয়নে
তার তরে কেন প্রাণে
রাখা আবরণ ?
আর কেহ নাহি তারে
হৃদয়ের দুঃখ-ভারে
তাই আজি অন্ধকারে
মাগি ও চরণ॥

অভিমান।

সুর—মিশ্র আশাবরী।

সাজে কি আর তোমার প্রতি
আমার অভিমান ?
এ যে শুধু দীন প্রাণের
বেদনা জানান !
সফল হবে সকল আশা,
সে যে প্রাণের ঘোর দুরাশা,
মিছে কেন এ লালসা
হয়না তিরোধান ?
যদি কভু মনের কোনে
ছায়া ফেলে ও গগনে,
জেন তাহা প্রাণে-প্রাণে
ব্যথার অভিযান ॥
অভিমানের ছলে, প্রিয়,
দুঃখ যদি জানাই স'য়ো ;
তোমা হ'তে না করিও
দূর ব্যবধান ॥

ভাবনা।

স্থর—বাউল

ভাবনা কেন করিস রে মন
ছেড়ে দে সকল ভাবনা।
কূল কিনারা নাইক যার
ভেবে তুই করবি তার কি ঠিকানা !!
চিন্তার কি অন্ত আছে ?
ভেবে কেন মরিস মিছে ?
তরঙ্গ যা আগে-পিছে
আসে, মাথা পেতে দে না !
যা হবার তা হবে সে যে,
মন কেন না তাহা বুঝে ?
আতঙ্কেতে উঠ্‌ল বেজে
নাহি মেনে কোন মানা।
পদ্মপত্রের জলে
আছিস ভেসে, গেলি ভুলে ;
শুধু তুই আকুল হ'লে
পাবি কি আর সে করুণা ?

প্রার্থনা

সুর—বেহাগ খাম্বাজ।

তুমি দাঁড়াও নয়ন-পরে!
আমি, লোকের চোখের অন্তরালে
দেখিগো তোমারে!
তব করুণার পরিচয়
তুমি কত যে দিয়াছ হায়!
তবু এ অন্ধ নয়ন কেবলি
ফিরিছে অন্ধকারে!
ব্যর্থ জীবন-বোঝার ভার
নাহি বহিতে পারিয়া আর,
হৃদয় আমার পড়িছে লুটায়ে
তোমার করুণা-দ্বারে।
আজি ব্যাকুল হইয়া ডাকি,
তুমি চাহিয়া দেখিবে না কি?
জীবন আমার নিরাশে পূর্ণ
হইবে কি বারে বারে?

ছলনা*

স্থর—মিশ্র ভৈরবী

না না আর আড়ালে থেকনা !
কত যে ব্যথা পেঁয়ে তুলেছি বেদনা।
যে হতে গেছ দূরে
নয়ন গেছে ঝুরে
সুখ দুঃখ বুকে তুলেছে কামনা !
স্মৃতির ফুল বনে বিরহী ভ্রমর
আছে মুখ চাহি তোমারি, হে চির
ক্ষণিক স্বপনে

আজি নিশিশেষে করনা ছলনা ॥

* রবীন্দ্রনাথের "না গো না করনা ভাবনা" গানের সুর ও ছন্দাবলম্বনে লিখিত।



কামনা

সুর—মিশ্র খাম্বাজ।

এ নয়ন-জলদিয়া তব চরণ পূজিব।
দিও, প্রিয় দিওগো অন্তরে নিত্য ব্যথা নব।
আমি ত কাঙাল চির,
আছি লয়ে আঁখি নীর
চরণে ঢালিয়া তাহা, পূত ধন্য হব।
আমার মনের মাঝে,
ব্যথার যে সুর বাজে,
তোমার রাগিনী তাহে পূর্ণ করি লব॥
দিন শেষে দুঃখ-যামি
আসিলে প্রাণেতে নামি
আঁধার আড়াল টানি শুধু চাহি রব॥

দুঃখ।

সুর—ইমন কল্যাণ।

ভুলে যে ছিলে সখা সেই ত ভাল !
আদরে আনিলে শুধু নয়নে জল !
পরিতে ও বাহুডোর
কাঁদিয়াছে কণ্ঠ মোর
আজি গলে ফুল হার বিঁধিছে শেল !
কত আশা-স্বপ্নে মিশি
পথ চেয়ে গেছে নিশি
আজি ও পরশে ঝরে শিথিল দল !
ভুলে যে গিয়াছি সুখ
হেরিয়া তাহার মুখ
আজি এ জীবন শেষে কি হবে বল !

পথ-চাওয়া।

সুর—গজল

নিমেষ-হারা চোখে পোহাল রাতি
কত চাহিয়া পথ হৃদে আসন পাতি।
কাঁদে আকুল হিয়া কোথা পরাণ-পিয়া
কেবা মুছাবে আঁখি নাহি ব্যথার-ব্যথী।
বুকে পরশি জ্বালা তুলে কুসুম মালা
হল নিশীথ দীপ প্রাতে মলিন ভাতি।
তব প্রেমের বারি কবে তৃষ্ণা নিবারি
দিবে চাতক চিতে আছে নিদাঘে তাতি।
যদি এমনি করি যাবে প্রভাতে ঝরি
নিতি মরমে কেন ফুটে কুসুম পাতি।
কত রহিব আর স্মরি মিলন তার
জাগি নিরাশ নিশি মিছে আশায় মাতি।
সে যে দুঃখের ধরা করে সুধায় ভরা
চাহি তাইত তারে চির জীবন সাথী।

প্রেমাস্পদ।

সুর—বেহাগ

কার স্বপন চোখে ভাসে অহরহ
কহ গো কহ!
মালাটী গাঁথিয়া কার আশায় রহ?
ওগো কহগো কহ!
কেবা ও দেবতা প্রাণে
কাহারে আপনা দানে
মরম নিতলে সদা চমকি চাহ?
কহগো কহ!
সকল কাযের মাঝে
কার রূপ মনে রাজে
কার ব্যথা হাসি মুখে নীরবে সহ?
কহগো কহ!
কার নামে সব ভুলে
তোমার হৃদয় দুলে
কাহার মিলন স্মরি ধর বিরহ?
কহ গো কহ!
কার কথা ক্ষণে ক্ষণে
শিহর জাগায় মনে
কারে ভাবি জীবনেরি আঁধার বহ?
কহ গো কহ!
কোন ধ্রুব-তারা হতে
সন্ধ্যা সকাল রাতে
প্রাণের আকাশে কর আলো সংগ্রহ?
ওগো কহ গো কহ!

আঁধার।

স্বর—কানাড়া।

আয়রে আঁধার আমায় দে ঢেকে !
এ প্রাণের আঁধার নিয়ে আমি
তলিয়ে যাইরে তোর বুকে।
ভুবনব্যাপী গভীরতায় আসিস যখন তুই নেমে
ও রূপের তলে লুকায়ে মুখ ভাষা আমার যায় থেমে
তোর ঐ কাল স্নিগ্ধ ছবি প্রাণের মাঝে লই এঁকে !
ওরে আঁধার আমায় থাক ঢেকে !
লক্ষ তারার নয়ন খুলে থাকিস যে তুই মুখ চেয়ে
নীরবেতে ঝরে ঐ তোর নিবিড় ছায়ার রূপ বেয়ে
শান্তিধারা প্রাণে যখন পাইনা কাছে কারে ডেকে।
ওরে আঁধার আমায় থাক ঢেকে !

বিদায়*

সুর—ভৈরবী।

আমায় ডাক দিল কে গভীর রাতে ?
প্রাণ আমার দুরু দুরু দুলিল তাতে !!
কানন মাঝে ব্যাকুল পাখী
কিসের লাগি ছিল জাগি— সে রাতে ;
কণ্ঠ তার দিল সাড়া কত ব্যথাতে !
বাঁধন যত, পরাণ জুড়ি চিরতরে
ছিল সবই, পলে-পলে পড়িল ঝরে
তার ডাকের করুণ রেশ
মরম তলে মিলাল শেষ,
কি ছবি তার এঁকে দিয়ে আঁখির পাতে !

---

* রবীন্দ্রনাথের "আমার রাত পোহাল শারদ্ প্রাতে" গানটীর সুর ও ছন্দাবলম্বনে লিখিত।

বাঁশী।

স্বর—খাম্বাজ।

এ যে তোমারই বাজান বাঁশী
তোমারি প্রাণের সুরে
সাধা তার দুঃখ হাসি ॥
কতদিন গেছে চলে,
লহনি ত হাতে তুলে,
জানিনা গো কোন্ ছলে
আজি তারে লবে আসি ॥
ধূলিতে লুটায়ে দূরে
ধ্বনি তার গেছে ঝুরে,
শুধু অতীতের সুরে
উঠে তার প্রাণোচ্ছ্বাসি ॥

আশা।

সুর—মিশ্র খাম্বাজ।

কোন্ মধুপ গুঞ্জরে আজ
প্রাণেরি এ পুষ্পবনে ?
কারে চাহি উঠ্‌ল ফুটি
এত ফুল এ মুগ্ধমনে !
ডুবেছিল যেদিন বেলা,
আঁধার করি প্রাণের মেলা,
সেদিন কি আর ভেবে ছিলাম
গাহিব গান এ জীবনে ?
দুঃখ-নিশি নয়ত চির,
তাই ত মুছি আঁখি-নীর
কোন্ প্রভাতের আলো পুন
রাঙিয়ে তুলে ঐ গগনে !

আড়ালে।

স্থর—ভৈরবী।

এমন করে' চিরতরে থাকবে যদি দূরে
তবে কেন আছ, প্রিয়, সারাটী বুক জুড়ে!
তোমার ছায়া সকল কাযে
পড়ে যে ঐ প্রাণের মাঝে
তবু কেন না পাই দেখা, ছনয়ন ঝুরে?
পথের দিকে চাওয়াও কত, শুনাও নীরব গীতি
স্বপন তব রচিতে মন মুগ্ধ নিতি নিতি,
কেন নিঠুর আড়াল খানি
যাও যে তুমি দিয়া টানি!
মরম মোর লুটিয়ে পড়ে তাইত ব্যথার স্থরে।

দেখা।

সুর—মিশ্র খাম্বাজ ভৈরবী

নয়ন মুদে যদি তোমায় দেখ্‌তে আমি পাই,
নয়ন খুলে কেন নাথ তোমারে হারাই!
মরমের ধন তুমি আমার আছ মরম মাঝে,
তোমায় ছাড়ি জীবন আমায় লাগবে কোন কাযে ?
তাই তোমারে আঁখি পাতে রাখতে সদা চাই ॥
মধুর তব করুণা মোরে শীতল করে যত
তোমার দেওয়া আরত কিছু চাহেনা এ চিত,
বিনিময়ে তাইত পায়ে আপনা বিকাই ॥
দুর্দ্দিনেরি আঁধার যখন ঢাক্‌বে আকাশ আলো
চোখের পরে বুনিবে জাল কি যে নিবিড়-কাল,
জীবন-তারা তোমায় যেন হারায়ে না যাই ॥
আঁধার মাঝে ডাক্‌লে কাছে এস আমার প্রিয়
বেলা শেষে আপনি এসে হাতটী ধরে নিও,
তুমি যদি না দেও দেখা, কোথা মোর ঠাঁই ?

প্রতিধ্বনি।

স্বর—সিন্ধু খাম্বাজ

সে যে তোমারি অরূপ দিয়া
আমার শূন্য অন্তর লই নিমেষে পুরিয়া!
যত না মিথ্যা দিয়া আপনারে
রাখি নিশিদিন ঢাকিয়া বাহিরে,
তোমারি আনন প্রকাশে কেমন
এ মরম পরশিয়া॥
আশা-নিরাশার যত কিছু ধ্বনি
মরমের মাঝে উঠে রণরণি,
ঢাকি সব কথা কি যে নীরবতা
দেও অন্তরে ঢালিয়া!
জীবনের এই মরীচিকা কূলে
ছুটে চলি যদা যাহা কিছু ভুলে,
কোথা হতে বাজে সব কায মাঝে
হিয়াতে তোমার হিয়া!

অন্তর-পূজা।

সুর—ঝিঁঝিট-খাম্বাজ

তোমারে ভাবিতে হায় কি যে সুধা উপচয়,
তুমি কি জান গো তায় এ চিত কি তোমাময়!
তোমারি কল্পনা বুকে
লয়ে দিন কাটে সুখে
তোমারি স্বপন প্রাণে বসন্ত বাতাস বয়!
তুমি ত গো চিরতরে
কোন দূরে আছ সরে
তোমারে হেরিতে তবু আঁখি কত চেয়ে রয়!
বাহিরে তোমারে খুঁজি
অন্তরে তোমারে পূজি
নীরবে পরাণ কত হাসিমুখে ব্যথা সয়!

অরূপ।

সুর ঝিঁঝিট—খাম্বাজ

কে আমারে চাওয়ায় পথ
ভাষায় নয়ন জলে !
কে তুলে তরঙ্গ এত
প্রাণের নিগুঢ় তলে !

সুখ দুঃখ বুকে লয়ে
দিনগুলি যায় বয়ে
কবে কোন শুভক্ষণে
চরণে বিকাব বলে ॥

জীবনে বসি একেলা
গাঁথিনু যে ফুলমালা
প্রাণের সঞ্চয় দিয়া
পরাইতে কার গলে ॥

চাহিয়া যে সিন্ধুকুলে
রহিনু পিয়াস ভুলে
পেয়ালা ভরিয়া কিরে
লইবারে হলাহলে ॥

সে আমার চিতচোরা
নাই যদি দেয় ধরা
ঝরুক অরূপ তার
এ প্রাণের ঝরা দলে ॥

নয়নহারা।

সুর — সিন্ধু গজল

এত যে কাঁদালে দিলে এত ব্যথা
তবু প্রিয় কই দিলে. তুমি দেখা !
তব রূপ শুধু ধেয়ানে স্বপনে
মানস-পটে রহিল লেখা !
তুমি ত হে প্রিয় চিরপ্রিয়তম
রয়েছ আমার পরশি মরম
ধরিবারে তবু ছুটে আঁখি মম
নিতি নিতি তব অরূপ-রেখা ॥
আঁখি হতে, প্রিয় রয়েছ সরিয়া
তাই বুঝি আরো নিকট করিয়া
আছ তুমি মোর সকল জুড়িয়া
বাহিরে মোরে রাখিয়া একা ॥

মরম নিবেদন।

স্বর—ইমন

কত রজনীর মৌন আঁখি-ধারা
ধোয়ায়েছে ও. চরণ !
মিছে হয়ে যত সকলি যাবে কি
মরমের নিবেদন ?
কত যে নিবিড়-ব্যথাভরা গীতি
ব্যাকুল মিনতি কত নিতি নিতি
জানায়েছি তোমা তবু টলিল না
তোমার সিংহাসন।
আছি আজীবন চাহি তব পথ
কোন্ অভিমানে আজি বল, নাথ
গলি শতধারে উছলিয়া পড়ে
না মানি বারন মন।
কবে প্রিয় আসি পরশিবে চিতে
না জানাতে আমি আপনা হইতে
জানিবে তুমি যে কত প্রিয় মোর
কত সাধনার ধন !

মিলন-সাথী।

সুর- বেহাগ।

একলা মনের সে যে মিলন-সাথী!
তারই কথা মনে জাগে দিবস রাতি॥
নাহি সঙ্গী যখন
চুপে চুপে সে তখন
মনের কোণেতে আসি বিকাশে ভাতি
নিতি না ভাঙ্গিতে ঘুম
ভরি সুবাসে কুসুম
প্রাণের নিকুঞ্জে সে যে গাহে প্রভাতী॥
ও সে সুখ-অতিথি
শুনায় কি সুখ গীতি
প্রাণের গোপন তারে মৃদু আঘাতি॥
তার প্রেম মদিরা
পিতে জীবন-সারা
রহিনু কি মাতোয়ারা আশায় মাতি॥

চিরস্মরণ।

সুর বেহাগ।

যদি আসিতে না বলে মন
এসনা কখন !
কি হবে গো দিয়ে দেখা
শুধু অকারণ ॥
আমার প্রাণের কথা
বলিতে চাহিনা কোথা
আপন ব্যথাতে রব আপনি মগন ॥
বারেক না দিলে দেখা
কি তুমি বুঝিবে সখা
কত যে তোমার তরে ব্যথিত এ মন ॥
যদি নাই দেখা দেও
যাও যেথা সুখ পাও
এ চিত তোমারে চির করিবে স্মরণ ॥

অদর্শনে।

স্বর—মিশ্র সাহানা।

কতদিন গেছে চাহি পথ তোমারি !
বিনা তব দেখা, নাথ কিসে ব্যথা নিবারি ॥
সারা বুকে তব স্মৃতি
ধূ ধূ করে দিবারাতি
কবে তার শেষ মোরে চিতাপর ডারি ॥
তোমার চরণ পরি
যাইতে জীবনে ঝরি
আজিও নিমেষে আশা উঠে ফুকারি ॥

সুখস্মৃতি।

সুর—মিশ্র সাহানা।

সাধে লয়ে আছি বুকে সুখ সে স্মৃতি !
হৃদি মাঝে পাই আমি তারে ভাবি যে নিতি !!
বাহিরে সে কতদূরে
কত কাছে সে অন্তরে
দেয় সাড়া, তবু আখি ঝুরে একি রীতি ॥
না দেখার যত ব্যথা
জানিনা বিলীন কোথা
প্রাণের তন্ত্রীতে তুলি তারি সুরগীতি ॥

ব্যথার নিমন্ত্রণ।

সুর—বেহাগ খাম্বাজ।

মম অন্তর-প্রিয়, তুমি এসগো তখন
বাহির কাঁদাবে মোর অন্তর যখন!
যখন আঁধার মাঝে
শ্রাবণ মেঘে উঠ্‌বে বেজে
ব্যথার বাঁশী দিবানিশি হবে বরিষণ।
দুরু দুরু হিয়া তোমায় ডাক্‌বে অনুক্ষণ,
অন্তর-প্রিয় মম, এসগো তখন॥
শরতের জ্যোছনা-তলে
শিউলি যখন পড়বে ঢলে
সুবাসেতে উঠ্‌বে ভরে' কুটীর প্রাঙ্গন!
তোমার তরে লুটিয়ে পড়ে কাঁদবে আমার মন,
ওগো প্রিয়, দেখা দিও, এসগো তখন॥
বসন্ত প্রভাতে যবে
দিকে দিকে সৌরভে
ছেয়ে দেবে ফুলপাতায়, বিহগ কুজন
ধ্বনিত করিবে দিক, আমারে উন্মন,
ওগো অন্তর-প্রিয়, এসগো তখন॥

না দেখার ব্যথা।

স্বর--খাম্বাজ।

না দেখার ব্যথা কেন দিয়া দেখা
বাড়াইলে, সখা আনিলে আশ!
গিয়াছে ত কাটি সারাটী জীবন
যাপিয়া দুঃখের বরষ মাস !!
কত না নিশীথে দূর হতে ভাসি
আসিয়াছে প্রাণে তোমারই বাঁশী,
তুমি ত আসনি চরণে তোমার
জানায়েছি কাঁদি কত তিয়াষ॥
এলে যদি সখা সকরুণ-ভরে
আপন করিয়া লহ তুলে মোরে,
দেও মুছাইয়া চিরজীবনের
ব্যথার তাপিত আকুল শ্বাস॥

ক্ষণিকের অতিথি।

স্বর—বেহাগ খাম্বাজ। (হিন্দুস্থানী)

ক্ষণিকের ওই অতিথিরে
চোখের জলে বাঁধ্‌বি কিরে!
আপন পথে সে যে চলে'
যাবে সকল বাঁধন ছিঁড়ে!
নিমেষ-হারা নয়ন ল'য়ে
তুই কেবলি রইবি চেয়ে!
মরমের ঢেউগুলি তোর
আছ্‌ড়ে শুধু পড়বে তীরে!
সুদূর-পারের প্রতিধ্বনি
কতদিন আর রইবি গণি',
ফিরিয়ে এবার নেরে নয়ন
ফেল্‌রে মুছি আকুল নীরে॥

অন্তর্ধান।

সুর—ভৈরবী।

দুলিয়ে দিয়ে প্রাণটী আমার
কোথায় তুমি যাও যে চলে' !
অন্তরেতে ফল্গু বহে
কতদিনের তুষার গলে' !

রিক্ত হিয়ার ল'য়ে ডালি,
তোমার পূজার দীপটী জ্বালি,
রইনু বসে, সে কি তোমার
দুয়ার হতে ফিরব বলে' ?

জীবনের এ আলো ছায়ায়
চিত্ত আমার পেতে যে চায়
আজি তোমার পূর্ণ সাড়া
নিবিড় করে' প্রাণের তলে ॥

আমায় তুমি নও ত ছাড়া,
তাই ত এ প্রাণ বাঁধন-হারা
ছুটে আজি তোমার পানে
ভাষায়ে তার দুকূল জলে ॥

কাঙাল।

সুর—মিশ্র পূরবী কানাড়া

তৃষিত এত পথ চাওয়া
কবে ফুরাবে বল জীবনে!
যদি না দেখা দিবে গো নাথ,
কেন রাখ গো দূরে মরণে?
যদি নিবিতে নাহি জানি
জ্বলে কামনার দীপ খানি;
নিরাশ এত তিমিরে কেন
ঢাক প্রাণের চির স্বপনে॥
না পাওয়ার ব্যথা কখন
যদি জানিতে, হে অকরুণ,
তবে করিতে নাহি কাঙাল
চির বঞ্চি' তব চরণে॥

বরষ-গতে।

সুর—আশাবরী।

দেখেছি কি. দেখি নাই
তাহারে কবে!
শুনিনি অনেক, তবু
চিনি সে রবে !!

ত্বলায়ে বুকের মাঝ
উঠে সে ধ্বনি!
চলেছি, জীবন-গীতি
গাহি আপনি!
না জানি পথের শেষ
কোথা যে হবে॥

চাহি অবেলায় দেখি
বরষ কত
শুধু পথ-চাওয়া লয়ে
হ'ল যে গত!
ভাঙ্গিবে স্বপন চির
আজি কি তবে!

স্বপন

সুর—আশাবরী।

দিওনা দিওনা আমার স্বপনে ভাঙ্গিয়া
জীবনে গহন রাত্রি কাটিবে কি দিয়া ?
তৃষিত মনের পরি
স্মৃতির নিঝর ঝরি
দেয় সে সবুজ করি ঊষর এ হিয়া ॥

কি হবে মেলি নয়নে,
ব্যথা শুধু জাগরণে,
কাটে দিন পথ পানে আকুল চাহিয়া ॥

পেয়েছিনু যে আঘাত,
স্বপনে ভুলেছি তা ত,
চাহিনা জাগাতে ক্ষত আর ত জাগিয়া ॥

পথের শেষে।

স্বর—মিশ্র ভীম পলশ্রী ভৈরবী ও সিন্ধু।

ওগো তোমায় চোখের দেখা
যদি পাইনি জীবনে।
আমার সকল ব্যথা ভুলিয়ে দিও
দিয়া দেখা সেইক্ষণে!!

যখন ডুব্‌বে বেলা, আস্‌বে আঁধার ঘনিয়ে তীরে,
পারের পাখী সুদূর পথে চাহিবে ফিরে,
তখন প্রিয় প্রকাশিও এই আঁধার নয়নে!!

সকল-হারা কাঙাল যে জন চাহি তোমার পায়,
পথের শেষে দেখিও এসে তারে অবেলায়,
প্রতিদানে এই করুণা কর' অকিঞ্চনে॥

পারের পথে।

সুর—ভৈরবী।

কবে আমায় পারের খেয়ায়
লবে তুলিয়া ?
শ্রান্ত আজি বিজন মরু-পথ বাহিয়া।
পর-পারের ঐ যে রেখা
আঁধার ঘন কুহেলি ঢাকা
পিয়াসে কোন্ অসীম পানে রহি চাহিয়া॥
একলা সাগর' পরি
কাঙাল জীবন-তরী
দেখিও যেন আঁধারে নাহি যায় ডুবিয়া॥
না হেরি তোমারে চোখে,
তবু তোমায় ধরি যে বুকে
চলেছি আমি তোমারি পথে শুধু ভাসিয়া॥

বন্দনা।

স্থর—বেহাগ খাম্বাজ।

যদি সারাটী জীবন কাটিল কোন্ নিরাশ-ক্রন্দনে !
তবে পোহা'লে রাত নিওগো, নাথ, তোমারি নন্দনে !!
ভুলি তৃষিত অন্তর-জ্বালা,
তোমার চরণে পরাব মালা,
হবে স্বপন আমার সফল প্রাণে তোমারি বন্দনে ॥
তোমার বাঁশীতে হৃদয় ভরি
দিও গো আমায় পূর্ণ করি
তব প্রেমের চিরশান্ত মধুর মধুপ-গুঞ্জনে ॥

নিশীথ-তারা।

স্বর – মিশ্র বাগেশ্রী

ওই যে নিশীথ-তারা, সে কি তব আঁখি-তারা!
দূর হতে কারে চাহি ঢালে সে কি স্নেহ-ধারা!!

সেই যদি তুমি হও
সারা নিশি চেয়ে রও
করুণা-পরশে দেও
ভরি শূন্য বক্ষ সারা!!

তব স্থির মৌন বাণী
কোথা মোরে লয় টানি' ?
তোমার চাওনি মোরে
করে চির মাতোয়ারা!!

তব স্নেহে অবগাহি
এ জীবন যায় বাহি,
আমার নয়ন শুধু
তোমাতে নিমেষ-হারা॥

প্রত্যাখ্যান।

সুর—ইমন কল্যাণ।

তোমার তরে যে জন ঝুরে
দেখা কি দেবেনা তারে ?
তোমায় সে যে বেড়ায় খুঁজে
জীবনের অন্ধকারে ॥

তব স্নেহ-আলিঙ্গনে
বাঁধা পড়ি ক্ষণে-ক্ষণে
তবু তোমায় এ জীবনে
হারাই কেন বারে-বারে ॥

কত যে আপন করে'
এ প্রাণ চাহে তোমারে,
কেন চির তরে
কাঁদি' ফিরি তব দ্বারে ॥

আত্মনিবেদন।

সুর—সাহানা।

কবে আসিবে ওগো অতিথি !
তোমার তরে কুটীর আমার
দীপখানি তার জ্বালে নিতি-নিতি !!

কাটিয়াছে দিন চাহি পথপানে,
আর এ পরাণ মানা নাহি মানে,
আসিয়া এবার বেদনার গানে
এনে দেও সুখ-স্মৃতি ॥

কত ফুল ফুটি ঝরে কতদিন,
আশার রেখাটী হয়ে আসে ক্ষীণ,
চাহি যে এখন ও চরণে লীন
করিতে জীবন-গীতি

তুমি আস-আস করে সব ভুলি,
নয়নের জলে ধুয়ে দিছি ধুলি,
রাখিয়াছি শুধু তব তরে তুলি
এ প্রাণের চিরপ্রীতি ॥



বৈশাখী-পূর্ণিমা।

সুর—ভৈরবী।

জোছনার ঐ পাগ্‌লাঝোরা ঝরে আকুল, ঝরে আকুল,
ঝরে আকুল!
ভুবন ব্যাপী শুক্ল পারাবার আনে কি ভুল, আনে কি ভুল,
আনে কি ভুল!!
উছল ওই আলোপরে রূপহাসি কোন্‌
সারা প্রাণ ভরি ছড়ায় এত ঝরা কি ফুল, ঝরা কি ফুল,
ঝরা কি ফুল!!
স্বচ্ছ সাগরের ঐ অতল-মাঝে
ঘুমঘোরে আসে মুদে তারার নয়ান!
ভরি নীরব বিমান উঠে কি গান,
দূরপারে কার্ পায়ে নুপুর বাজে!
আকুল কি যে স্বপনে ঐ ব্যাকুল নিশি!
অসীমে ভাসে আজি মন পেতে কি কুল, পেতে কি কুল,
পেতে কি কুল!!

কাজি নজরুলের "ঘুমঘোরে এলে মনোহর…" গানটীর সুর ও ছন্দাবলম্বনে লিখিত।

আশাপথে।

স্থর—ঝিঁঝিট-খাম্বাজ

কবে তুমি আস্‌বে হিয়ার ভাসিয়ে দুকুল।
আমার সকল ব্যথা রঙীন হয়ে উঠ্‌বে ফুটে ফুল ॥
উজাড় করে সারাটী প্রাণ,
তোমার পায়ে করেছি দান,
এ জনমে চাহিনা আর ভাঙ্গিতে সে ভুল ॥

প্রেমের জাগরণ।

সুর—মিশ্র দেশ।

কে জানে তাহারি মন
চাহে কি না চাহে মোরে!
ব্যাকুল আমার কেন
প্রাণ এত তারি তরে?
যে হতে দেখিনু তারে,
ভাসি সুখ পারাবারে,
জাগিল যে সুপ্ত প্রেম
প্রথম এ অন্তরে!
বারেক হেরিলে তারে
হারাই যে আপনারে,
হৃদিতল উঠে কেঁপে
দূর হতে কণ্ঠস্বরে।
ভাবি কেন তারি কথা
জাগে প্রাণে এত ব্যথা
কি যেন অভাবে কোথা
নিভৃতে এ আঁখি ঝরে॥

চিররতা।

স্থর—বেহাগ খাম্বাজ।

সহেনা সহেনা আর দিওনা ব্যথা!
শুনায়ে শুধু দুটী আশার কথা!
সারাটী দিন চাহিয়া পথ,
বিফল কত যে মনোরথ,
আছে হৃদে মম সব শেল গাঁথা॥
অবহেলি অন্তরেরি ডাক,
নাহি আস যদি ভুলে থাক,
রব তব পদে তবু চিররতা॥
লয়ে বুকে তব সুখস্মৃতি
আসিবে প্রভাত নিতি নিতি
বিফল করিয়া সব ব্যাকুলতা॥

ব্যর্থতা।

সুর—মিশ্র খাম্বাজ।

আমি পথের পানে রহি চাহিয়া,
কখন্ সে যে দেবে দেখা এসে হাসিয়া॥
দুলে প্রাণ দিবানিশি
আশার দোলায়,
সুখের কল্পনা মাঝে
মন ভেসে যায়,
হৃদয় উছলে তারি ধ্বনি শুনিয়া॥
থাকি থাকি মন প্রাণ
আঁখিতে ঢালি,
আসিছে ভাবিয়া সে যে
চাহি কেবলি,
নিমেষে চমকি উঠি কি যে স্মরিয়া॥
এত আশা যার তরে
না জানি কেমনে
ব্যর্থ করে দেয় সে গো
সব স্বপনে!
অন্তর তবুও তারে রাখি সঁপিয়া॥

বৈশাখী সাঁঝে।

স্বর—বেহাগ।

প্রাণের দুয়ার আজি গেল রে খুলে !
কাহার তরেতে ওগো কিসের ভুলে ?
ভাসিয়া আসিল ধীরে
দখিণ হাওয়া,
তাহার পরশে কার্
করুণ চাওয়া
জাগিল হৃদয়-তলে আবেশে দুলে।
জোছনা-রজনী আজি
করিছে বিহ্বল,
কার্ রূপখানি তাতে
ভাসে ঢল ঢল,
সুবাস ছড়ায় প্রাণে সাঁঝের ফুলে।
বিজন কুটীরখানি,
সুনীল গগন,
সবি চেয়ে আছে লয়ে
আশার নয়ন,
'চোক গেল' ডাকি শুধু উচ্ছ্বাস তুলে॥

বাদল-বেদনা।

সুর—বেহাগ।

বঁধুয়া, আজও কি রবে ছাড়িয়া !
আজি এ বাদলে, নয়নের জলে,
কত আর রাখি রুধিয়া !!
আঁধার ঢাকিছে আকাশে কেবল,
সিক্ত ধরণীর শ্যামল-অঞ্চল,
রজনীগন্ধার গন্ধ বিহ্বল
মূরছে রহিয়া-রহিয়া !
আজি এ দিবসে নিবিড় পিয়াসে
মরি যে মরমে মরিয়া ॥
নীরব আজিকে পাখীরা কুলায়
কি উদাস গান পূরব-হাওয়ায়,
তোমার সঙ্গ যাচিয়া হৃদয়
উঠিছে ব্যথায় ভরিয়া !
এস গো আমার বাঞ্ছিত মম
জীবন-স্বপন মথিয়া ॥

বাদল-সাঁঝে।

সুর—কাজরী।

মনেরি আগল খুলিয়া কে দিল
আজি এ বাদল-সাঁঝে ?
পিয়ার নাগাল না পাই পাগল,
বিহ্বল নিঠুর লাজে॥
আকাশ সজল মেঘেতে কাজল
একা গৃহ-কোণ-মাঝে
ঝর-ঝর জল করিল উতল
হিয়া দুরু-দুরু বাজে॥
বিজুরী হানিল বিজনে কাঁপিল
নীপ-বীথি আওয়াজে,
নয়নে সলিল নীরবে ঝরিল
মরম-দুলাল খোঁজে॥
চিত চঞ্চল, তবুও অচল,
অবশ, শিথিল কাজে।
পরাণ মাতল টুটিতে শিকল
কোন অভিসার সাজে॥
আজি এ বাদল সাঁঝে !!

শ্রাবণ-ধারা।

সুর—দেশ।

মেঘের কোলে এলায়ে কেশ
কে ঐ সুদূর পারে!
ও তার সজল আঁখি হতে একি
ঝরে করুণ-ধারে !!
সে যে ঝরছে আমার ঊষর প্রাণে
একলা কুটীর-কোণে
ও সে ঝরছে আমার ভিতর-বাহির
সকল দেহ মনে।
তার অশ্রু আমার দুনয়নে নিবিড় অন্ধকারে॥
সে কি এমনি করে ঝরবে শুধু
সকাল সন্ধ্যায়
কাজল-টানা দূর বিমানে
উতল হাওয়ায়
ও তার প্রাণের ধারা আমার প্রাণে মিশুক একাধারে !!
সে কি দুঃখের ভারে এমনি করে'
দিনের শেষে আসি
জানায় ব্যথা সজল-সুরে
অন্তর পরশি
ও তার ব্যথার ধারা ঝরুক আমার অকূল পারাবারে॥

বরষায়।

সুর—কাজরী।

আজ বাদলে কি যে বলে
প্রাণের ভিতরে !
সকল হিয়া গলিয়ে দিয়ে
সে কি গান করে !!
কাননঘেরা পথের পরে
নামে উতল ধার,
উদাস সুরে আপনারে
করে সে উজাড় !
বিলিয়ে-দেওয়া-ধারাতে তার কি ব্যথা ঝরে !!
বিজন কুটীর-দ্বারে তাহার
বাজে সজল বাঁশী,
কাহার আনন আঁখি-তারা
জলদ উদ্ভাসি'
কাঁদিয়া ফিরে আজি দূরে কি স্মৃতি ভরে !!

শারদ-জননী।

সুর—মালকোষ।

এস শারদ-জননি!
মুছি আঁখি-নীর নভ আজি নীল
গাহে তব আগমনি!!
উজ্জ্বল ধরা ফেলি প্রীতিশ্বাস
বুকে টেনে লয় ধান্য-হেমবাস
শেফালি-বিছান অঙ্গন-দ্বারে
উঠিছে শঙ্খধ্বনি॥
শ্বেত শতদল কহ্লার বনে
অধীর মধুপ মৃদু গুঞ্জনে
তোমার চরণ-মঞ্জীর ওই
উঠে নিরালায় রণি'॥
ভরা নদীকূলে জোছনা আকুল
দিশি দিশি ওই কাশ-বনফুল
বিকাশে আজিকে বিমল শুভ্র
তোমার দুকুল-খানি॥

শরতে।

স্বর—ভীমপলশ্রী।

ধরার বুকে ফুটিয়ে তুলি
কোন্ অতিথির শুভ্র-হাসি!
আঙ্গিনায় শেফালি ওই
ঝরে আজি রাশি রাশি !!
প্রভাতের স্নিগ্ধ আলো
বিছায় প্রাণে মায়ার জাল
অরুণের স্বর্ণ-বীণায়
বেজে উঠে করুণ বাঁশী !!
সাদা মেঘের ছায়া তলে
রক্ত কুমুদ ভাসে জলে
আজি প্রাণের বিজন দ্বারে
নীরবে কে দাঁড়ায় আসি !!

ফাগুন-অতিথি।

সুর -বসন্ত।

এল ওই কোন্ অতিথি
পরে' মাথায় ফুলের সিঁথি !
মধুপ তার পেয়ে সাড়া
গুণ-গুণিয়ে গাহে গীতি ॥
দখিন্ হাওয়া দুলায় তার রঙীন ওড়না
নয়ন হতে ছড়িয়ে পড়ে আলোর ঝরণা !
গন্ধ বরণ তার আনে কি প্রীতি ॥
পরশে তার কানন তলে শিথিল বকুল
অশোক পিয়াল করবী ঐ আবেশে আকুল
মনের কোণে জাগিয়ে তুলে মধুর স্মৃতি ॥

ফাগুন-উৎসব।

স্বর—মিশ্র খাম্বাজ।

ফাগুন তুই কখন্ এলি
খেল্‌তে হোলি বনে-বনে!
হিমানী ও পাতা-ঝরা চরণ-সাড়া
পেয়ে ঢাকে নিজ আননে ॥

কচিপাতার বসন খানি
কাঁপে যে ভোর হাওয়ার সনে
করবীর কপোল রাঙে
কাহার পরশ পড়ি মনে ॥

অশোক পলাশ অঙ্গ ঝাঁপি
ফাগ্ ছড়াল নীল গগনে
সোনার আঁচল লুটিয়ে শাখে
চাঁপা বিভোর কোন্ স্বপনে ॥

মুকুলের দুকুল উড়ে
সুবাস ঢালি দূর বিমানে
ঝরে বকুল অশ্রু যেন
বনভূমির নয়ন-কোণে ॥

দিকে-দিকে কি উৎসবে
বাজে বাঁশী ভোর কাননে,
খুলে যায় প্রাণের দুয়ার
লভিতে কোন চিরন্তনে ॥



বসন্তের বনভূমি ।

স্থর—মিশ্র ভৈরবী ।

নূতন পাতায় নূতন ফুলে
নূতন তারে করবে বলে'
লও কি তার কেড়ে সকল ধন !
সে যে ঐ পাতা ঝরা উদাস-করা
রূপটী লয়ে আছে চেয়ে
হয়ে অকিঞ্চন ॥
দেও গো তারে দেও গো সাড়া,
ডাকে সে যে আত্মহারা,
কবে তাহার বুকটী ভরে
ফুটিয়ে দেবে আকুল করে'
অশোক-কাঞ্চন ॥
হারান-ধন লভিয়া সে
উঠুক আবার উঠুক হেসে
তার সকল পাতায় সকল ডালে
ছড়িয়ে পড়ুক আকাশতলে
রং‌এর শোভন ॥

হোলী।

স্থর—কীর্ত্তন।

আজি এ ফাগুণে পলাশ বনে কে খেলে হোরী
করবী, অশোক ছুড়িল ফাগ কানন ভরি॥
শিমূলে অদূরে আবির ঝুরে দিক্ আলো করি
চ্যুত-মুকুলে শাখাতে মিলে খেলে পিচকারী
পিঙ্গল তনু মাখিয়া রেণু গাহে ভ্রমরী
কুসুম-নমিতা বিতানে লতা বাঁধে কবরী॥
তরুর প্রাণে সারা কাননে সবুজ লহরী
পরশে কিশোর কুসুমশর বন শিহরি॥
কণ্ঠ ছাড়িয়া গাহে পাপিয়া আবেগ ধরি
মাতাল হাওয়া মাতায় হিয়া বাস বিতরি॥
কি মধু মেলা রঙ্গের খেলা আকাশ পরি
অমিয় ঝরে পিয়ে বিভোরে মন-চকোরী॥

বসন্তে।

সুর—মিশ্র খাম্বাজ।

বেণু তুই নীরব হয়ে
রইলি কেন অন্তরেতে!
বেজে যে উঠ্‌ল বাঁশী
সবার প্রাণে বসন্তেতে॥

জীর্ণ-বাস দূরে ফেলি
বনস্থলী সবুজেতে
দুলায় আঁচল কলস্বরে
মলয়ের পরশেতে॥

আনন্দের বান ডেকে যায়
ফুলপাতার বরণ-স্রোতে
স্নিগ্ধ প্রাতে দিকবালাগণ
গাহে কিরণ-বীণা হাতে॥

জাগে না আজ কোন সুরে
সুপ্ত-পরাণ কোন মতে
আঘাত করে' ফিরে সে কোন্‌
চিররুদ্ধ দুয়ারেতে॥

বেদনার মৌন ধারা
ঝরে প্রাণ-পেয়ালাতে
ভরা পাত্র লয়ে কার
মুখ চেয়ে নীরবেতে॥

ফাল্গুনবাতাস।

সুর—বারোঁয়া।

ওরে উতলা উদাস !
ওরে ফাগুন বাতাস !
প্রাণের ভিতর কি দীনতা
জানিয়ে যে তুই যাস্ ॥
দিনমানে রৌদ্রতাপে
রুদ্ধ বাতায়নে
হাহাকারে কহিস কথা
উতলা এক টানে ;
তোর ও গানে মরম মাঝে
আনে হা হুতাশ ॥
ওরে উতল উদাস !!
কানে কানে ব্যথার বাণী
কহি নিরন্তর
উদাস সুরে শূন্য করে'
দিস্ যে অন্তর
কোন চির-বিরহীর তুই
আকুল নিশ্বাস !!
ওরে উতল উদাস !
ওরে ফাল্গুন বাতাস !!

কমলা।

সুর – মিশ্র মালকোষ।

কমলা কল্যাণি !
হৃদয়-কমলে রাখ রাজীব চরণ খানি ॥
সিন্ধু মন্থনে উঠিলে গগনে
মেলিলে নয়ন, জ্যোতির্ম্মালিনি !
সুধার পাত্র রত্ন বিচিত্র
ধরিল বিশ্বে তব হেমপানি ॥
নিখিল চিত্ত মোহিয়া নিত্য
শোভিলে কাঞ্চন-বরণ ধারিণি !
চঞ্চল চরণে ফিরিলে ভুবনে
জগ-জন প্রাণে সুখ দুঃখ আনি ॥
পদযুগ বরি যুগ যুগ ধরি
নূতন হইল জগত কাহিনী।
নমঃ নারায়ণী হেমাভ-হাসিনী
বিতর করুণা প্রসাদ দানি ॥

করুণা।

স্বর—টৌড়ী ভৈরবী।

কেমন করে জানাই তোরে
কত ভাল বাসিস, শ্যামা!
আমার মন প্রাণে শুধুই জানে
কোথা ও করুণার সীমা !!
কত অন্ধকার পথে
টানে মোরে দিনে রাতে
বঞ্চি আমার বাসনাকে
বিপদেতে বাঁচাস্ যে মা ॥
কত অভিমান ভরে
না বুঝিয়া দোষি তোরে
শেষে নাহি পাই ভাষা
অন্তরে যাচিতে ক্ষমা ॥

চরণতলে।

সুর—মিশ্র খাম্বাজ।

মা গো আর ত চরণ ছাড়্‌ব না
জীবন ধরে আপনারে
এলাম করে বঞ্চনা ॥
মিছে মরীচিকা-আশে
ছুটালি মা উর্দ্ধশ্বাসে
অর্দ্ধপথে এনে শেষে
দিলি অনুশোচনা ॥
এবার মা তোর পদতলে
ভোলার মত পড়ব ভুলে,
লুব্ধ চিতে নয়ন মেলে
অন্য দিকে চাইব না ॥

অবোধ ছেলে।

সুর—সিন্ধু খাম্বাজ।

মা গো, তোমায় কেন থাকি ভুলি
তুমি ত ভোল না মোরে
আছ চেয়ে দুয়ার খুলি !!
বারে-বারে বিপথেতে
পড়ি কত বিপদেতে
তবু মাগো স্নেহ হাতে
দিতেছ মুছায়ে ধুলি ॥
আমি যে অবোধ ছেলে
ও করুণা যাই ভুলে,
তাই ত মা সিন্ধুজলে
একাকী তুফানে দুলি ॥
আর আমায় বাসনা-অন্ধ
রাখিস্ না মা কারাবন্ধ
ঘুচিয়ে দিয়ে মনের দ্বন্দ্ব
নে মা এবার কোলে তুলি ॥

অনুতাপ।

সুর ঝিঁঝিটখাম্বাজ

অন্ধকারে নয়ন ঝরে
চেয়ে কি দেখ্‌বি না মা!
অপরাধের বোঝা প্রাণে
আর ত টেনে বাঁচি না, মা॥

ক্ষণিকের মোহ-বশে
না বুঝি করম দোষে
যদি পঙ্কে ডুবিয়াছি,
তাহার কি নাহি ক্ষমা॥

তাপ-দগ্ধ প্রাণে আ
ডাকি তোমায় সব ত্যজি,
অপরাধ ভুলে মোর
দাও প্রাণে বল, শ্যামা॥

তোমার করুণা ছাড়ি
আঁধারে যে ভেঙ্গে পড়ি,
এ পাপ-প্রাণের কথায়
কর্ণ কি আর দিবি না মা॥

দীপান্বিতা।

সুর—সিন্ধু ভৈরবী

অন্ধকারে পূজিস্ কারে
করি তারে দীপান্বিতা।
ওরে সকল আলোর আলো সে যে
এ জীবনে জান্‌লিনি তা॥

তুই যে শুধু ভিতর বাহির
বহি বোঝা আঁধার রাশির,
আঁখি তুলে কোনকালে
দেখ্‌লি নারে সে সবিতা॥

হেরি রক্তমাখা অসি করে,
মুক্ত কেশ পৃষ্ঠ পরে,
ভাব্‌লি বুঝি মা কেবলি
সংহারেরি রূপে স্থিতা॥

কেনরে তুই ভাবিস্ ভীষণ,
মায়ের রূপটী নয়রে তেমন,
ঢালে সে যে স্নেহধারা
যেখানে জ্বলেরে চিতা॥

ও তোর সব হতে ফিরিয়ে নয়ন,
প্রাণের দীপটী জ্বালরে নূতন,
মায়ের রাঙা পায়ে পাবি
চির শান্তির মন্ত্রগীতা॥

চরণ-ছাড়া।

স্থর—টোড়ী ভৈরবী।

চরণ-ছাড়া করিস্ নি মা অভাগা সন্তানে আর
না পেলে ও রাঙা চরণ কেমনে মা হব পার?
যে জন আছে চরণ চেয়ে
তারে যদি না দেখ্‌বি চেয়ে
জীবনে তার পড়বে ছেয়ে
চিরতুঃখ অন্ধকার॥

মা তোর চরণের আলো
ঘুচায় মনে সকল কাল
হবে কি মোর সব বিফল
ব্যথা শুধু করি সার॥

বাসনার এ অকুল তীরে
বাণবিদ্ধ বিহগ কি রে
জীবন সাঁঝে আপন নীড়ে
যাবে মা ফিরে আবার॥

স্নেহআলো।

সুর— সিন্ধু খাম্বাজ।

কত যে মা বাস্‌লি ভাল।
এ জীবনে তার ঋণ
শুধব কি আর কোনকাল॥

জীবনেরি ঝঞ্ঝাবাতে
হাত ধরে মা সাথে সাথে
দেখালি কি সুন্দর তোর
স্নেহ করুণার আলো॥

তবু মা তোর অবোধ ছেলে
পারিল না সকল ফেলে
কাটিতে জীবনে তার
সংসার-মায়ার জাল॥

মাতৃস্মরণ ।

সুর—টৌড়ী ভৈরবী ।

অন্তরেরি চোখে চোখে
এবার মাগো-রাখবো তোকে
হারিয়ে তোর ঐ চরণ আলো
ডুবিব না আঁধার শোকে ॥

তোর অপার করুণার রেখা
আসি যখন দেয় মা দেখা
বিপদেতে তখন বুঝি,
তুই না হলে রাখিত কে ॥

আমি মা গো এমনি পাপী
তোকেই ভুলে দিন যাপি
ডাকি তাই মা নিজগুণে
রাখ আমায় পদনখে ॥

ভারত জননী।

সুর—ইমন কল্যাণ।

চির-তুষার মণ্ডিত গিরি
গৌরবে শিরে ধরি
রয়েছ জননি জ্যোতির্ম্ময়ী
হীরক কিরীট পরি॥
নিত্য প্রভাতে পরায় অরুণ
ললাটে সিন্দুর-বিন্দু
কম্বু-কণ্ঠে দুলিতেছে হার
গঙ্গা-যমুনা-সিন্ধু।
শস্য-শ্যামল অঞ্চল বাহি
পড়িছে অমৃত ঝরি॥
বিন্ধ্য রচেছে মঞ্জু মেখলা
হৃদি পুষ্পিত ফুলে
বনস্পতির ঘন কুন্তল
পৃষ্ঠে তোমার দুলে।
নীল জলধি লভিতেছে কূল
রাজীব চরণ বরি'॥
মস্তকে তব চির নীল নভ
নীলিম-ছত্র ধরে
যুগ যুগ ধরি রহিয়াছ স্থির
দাঁড়ায়ে ঊর্ম্মি পরে।
চাহি ও আনন বিশ্বনয়ন
গেছে বিস্ময়ে ভরি॥

জাগরনী।

স্থর - বিভাস।

কাট্‌বে না কি তোর এ ঘুমের ঘোর!
ডেকে আকুল নিদ্রাহারা জননী যে তোর॥
পূব-গগনে আলোর রেখা,
কি যে কলধ্বনি!
দ্বারে দ্বারে প্রভাত স্থুরে
বাজ্‌ছে জাগরনী।
স্বপন ভুলি মেল্‌রে নয়ন,
রাত্রি হোক্‌রে ভোর॥
কবে তোর কাট্‌বে ঘুমের ঘোর?
তুই যদি না মায়ের দুঃখে
দাঁড়াবি বুক বেঁধে,
সাগর ছেঁচে আন্‌বি মাণিক
গ্রহতারা ছেঁদে,
কে পরাবে মুকুট শিরে
মুছি নয়ন লোর?
কাট্‌বে নাকি তোরই ঘুমের ঘোর!!
সত্যি যদি মায়ের তরে
মরমে নিশ্বাস
ফেলে থাকিস, কভু প্রাণে
জাগে পুণ্য আশ,
তন্দ্রা ত্যজি উঠরে আজি
দেখ্‌রে মুখ আলোর॥
ও তোর কাটুক ঘুমের ঘোর॥

ঝড়ের আঁধার।

স্বর—মিশ্র বাউল।

মুখ চেয়ে কে আছিস্ মায়ের
দাঁড়ারে ফিরে!
দেখিস্ কি আর ঝড়ের আঁধার
গগন ঘিরে॥
যদি যেতে হয়রে পার,
দ্বিধা আছে কিরে তার?
এই বেলা দে খুলে তরী
বাহি অচিরে!
পালে লাগ্‌বে হাওয়ার দোল,
ওরে সবাই তাতে দোল,
রে ভাই সবাই দে রে দোল,
তবে ত সে তুফান কেটে
যাবিরে তীরে॥
দেখে সাগর দুস্তর
যদি কাঁপেরে অন্তর
মরবি ডুবে মাঝ দরিয়ায়
অগাধ নীরে!
তাই হোকনা যতই ঢেউ,
ওরে ভয় করিস না কেউ,
রে ভাই ভয় করিস না কেউ,
ও সে ঢেউর তালে বাজিয়ে ভেরী
চলে যা ধীরে॥

বাঁধন।

সুর – বেহাগ।

প্রাণ কাঁদে যার মায়ের তরে
তারে কি কেউ বাঁধ্‌তে পারে ?
দেহটী তার বন্দী হলেও
সে যে ফিরে মায়ের দ্বারে !!
ঐ যে মায়ের করুণ আভাষ
মায়ের আকাশ মায়ের বাতাস
ডাকে অশ্রুধারে !
মায়ের মুক্তি আসছে রথ
থাক্‌রে চেয়ে ব্যাকুল সে পথ
আলো অন্ধকারে ॥
মায়ের বুকের ব্যথার বাঁশী
শুন্‌বি কবে রে উদাসি,
সঁপি আপনারে ?
টুটিয়ে আঁখির অলাক স্বপন
দেখ্‌বি ভীতির সকল বাঁধন
ছিন্ন পারাপারে !!